গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আগস্ট/২০২০ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	**মো. আবদুল মান্নান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।**
তারিখ	:	২৩.০৮.২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ০৩.৩০ - ০৪.২০ ঘটিকা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি শুরুতেই উপস্থিত সকলকে বৈকালিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। আগস্ট মাস, শোকের মাস। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলে উল্লেখ করে কোভিড-১৯ জনিত চলমান মহামারীর উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর আগস্ট/২০২০ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যপত্র অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন।

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা (সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে আইন প্রয়োগ ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ)।	সভাপতি বলেন যে, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে জনগণকে সামাজিক দূরত্ব এবং মাস্ক পরিধান করার বিষয়ে সচেতন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। জেলা প্রশাসন এক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। তারা এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ করবেন। জনাব এ বি এম আজাদ, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বলেন যে, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য মাঠ প্রশাসনসহ সকলেই তৎপর ছিল। বর্তমানে প্রয়োজন সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে আইন প্রয়োগ। সেজন্য একদিকে প্রয়োজন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং অন্যদিকে জনগণকে সচেতন করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। তিনি আরও জানান যে, চট্টগ্রামের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা কম এবং যারা আক্রান্ত হন তাদের সঙ্গে সঙ্গে আইসোলশনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।	চলমান মহামারীতে সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। সে সঙ্গে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক

২.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পরিপত্র কার্যকর করা।	করোনা ভাইরাসে সৃষ্ট চলমান মহামারীতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সকল পরিপত্র কার্যকর করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিপত্র অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা হলে এ রোগের সংক্রমণ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সেজন্য বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।	জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য কার্যকর উদ্যোগ/কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক
৩.	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।	সভাপতি বলেন যে, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন এবং এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনদের নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ঔষধপত্রসহ অন্যান্য যাবতীয় যা যা লাগবে সে বিষয়ে বিভাগীয় পরিচালকগণকে অনুরোধ জানাতে পারেন। জেলা প্রশাসকগণ সরজমিনে পরিদর্শন করে জরুরী বিষয়ে উল্লেখ করে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রতিবেদন দিতে পারেন। সভাপতি আরও বলেন যে, জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা পর্যায়ে পরিদর্শনে গেলে সংশ্লিষ্ট ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-কে নিয়ে সরজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন। তিনি বলেন যে, দেশে ১৩৭৪৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Brain child. কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে কমিউনিটি প্রোভাইডারদের কাজ দেখা এবং ২০১৮ সালের আইন অনুযায়ী দেশের সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে ২৯ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করার যে নির্দেশনা রয়েছে; সে অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকে কত প্রকার ঔষধ রয়েছে এবং জনগণ ঔষধ পায় কিনা তা সরজমিনে দেখে বিদ্যমান সমস্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। HED (Health Engineering Department), তারা কী কাজ করছেন তাও জেলা প্রশাসকগণ সরজমিনে দেখবেন এবং প্রয়োজনে বিভাগীয় কমিশনার ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবেন।	জেলা প্রশাসকগণ হাসপাতাল Visit করবেন। তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনদের নিয়ে জেলা পর্যায়ে হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে পরিদর্শনে গেলে ইউএনও ও UHFPO কে সাথে নিয়ে উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল Visit করবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক

৪.	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এসিল্যান্ডের সহযোগিতা প্রদান।	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সরাসরি জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠান। এটি সঠিক নয়। যথাযথ নিয়মে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। তিনি আরো জানান যে, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ভূমি অফিসের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান প্রয়োজন।	(১) স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমি বিরোধ নিরসনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও অন্যান্যদের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। (২) যথাযথ নিয়মে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক
৫.	বিভাগীয় কমিশনারের সংশ্লিষ্ট সভায় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় পরিচালকগণের উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত।	বিভাগীয় কমিশনারের সংশ্লিষ্ট সভায় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় পরিচালকগণের উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভাপতি জানান যে, সভায় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় পরিচালকগণ উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক চলমান সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন।	বিভাগীয় কমিশনারের সংশ্লিষ্ট সভায় তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় পরিচালকগণ উপস্থিত থাকবেন এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার
৬.	বিবিধ।	এ বিভাগের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখার যুগ্মসচিব বেগম উম্মে সালমা তানজিয়া জানান যে, তিনি গত বৃহস্পতিবার বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের আমতলী গ্রাম পরিদর্শন করেন। সেখানে ৪৫০ জন প্রতিবন্ধী রয়েছেন। সেখানে ৫০ গজ দূরত্বে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। কিন্তু ঐ স্থানে সুপেয় পানির অভাব রয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম নেই বললেই চলে। স্থানীয় চেয়ারম্যান ০১ (এক) একর জমি ঠিক করে রেখেছেন। ঐ জায়গায় একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে। সভায় ঐ গ্রামে স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিভাগের পক্ষ থেকে ঐ স্থানে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন/নির্মাণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়।	বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের আমতলী গ্রামে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার সিলেট ও হাসপাতাল অনুবিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
৩১.০৮.২০২০
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০২.২০-১১৮৬

তারিখ:- ০৩.০৯.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার,.....বিভাগ (সকল)।
৪। যুগ্মসচিব/প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। জেলা প্রশাসক,.....জেলা (সকল)।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য ইউং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮। উপসচিব, মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৩/০৯/২০২০

(জাকিয়া পারভীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd